দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

গৃহ শিক্ষকতায় ছাত্র

ভাল ছাত্র হতে হলে প্রয়োজন বেশী লেখাপড়া করা। বেশী লেখাপড়া করে ভাল ফল লাভ করতে হলে প্রয়োজন ভাল দিক-নির্দেশনা। এ ব্যাপারে গৃহ শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমানের প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাকালীন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা গৃহ শিক্ষকের উপর সবচেয়ে বেশী নির্ভর করে থাকে। তাই স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের কাছে ব্যক্তিগত পাঠ গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া শিক্ষকগণ ব্যক্তিগত পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবহেলা করে থাকেন। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষকদের দ্বারা প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত পাঠদান সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে বাধ্য হয়ে ছাত্র গৃহ শিক্ষকের আশ্রয় নিতে হয়। এতে করে একদিকে স্বল্প খরচ হয় অন্যদিকে সহজে ছাত্র শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যায়। আর একশ্রেণীর ছাত্র শিক্ষক গৃহ শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে তার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের লেখাপড়া চালিয়ে যায়। তারা এভাবে আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে গৃহ শিক্ষা দেয়ার জন্য বিভিন্ন দেয়ালে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও বিজ্ঞাপন লাগিয়ে থাকে। এমনকি পত্রিকায়ও বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। ফলে এদের খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না।

অনেক শিক্ষিত বেকার যুবকও গৃহ শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল গৃহ শিক্ষকতা হোক আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকতা হোক উভয় ক্ষেত্রেই একাডেমিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। একাডেমিক জ্ঞান ছাড়া যে শিক্ষা দেয়া হয় তা প্রকৃত শিক্ষাদানের আওতাভুক্ত নয়। এজন্য ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক, দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। গৃহ শিক্ষকতায় এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে ছাত্র শিক্ষক ও ছাত্রীদের মধ্যে সম্পর্কের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়, আর ছাত্রদের বেলায় ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের অবমূল্যায়ন হয়।

এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানহীন গৃহ শিক্ষকদের নোট-বইয়ের উপর নির্ভর করতে হয় তারা নোট বইয়ের সাথে নিজেদের ব্যক্তিগত কথার মিশ্রণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের যথেচ্ছ বুঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু এর মাঝে শিক্ষাদানের যে মৌলিক কতগুলো বিষয় চাপা পড়ে থাকে সে সম্পর্কে ছাত্র শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী জ্ঞাত নয়। শিক্ষিত অভিভাবক মহলও এ বিষয়টির প্রতি নজর দিতে পারেন না।

যদিও একথা সত্য যে, ভাল ছাত্র ব্যতীত গৃহ শিক্ষকতা করা যায় না তথাপি ভাল ছাত্রদের মধ্যে কতকগুলো গুণ থাকতে হয়। যেমনঃ

১। পাঠদান সময়কালীন দৃষ্টিভঙ্গীঃ এতে শুরু থেকে শেষপর্যন্ত একজন আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা পালনে সজাগ থাকতে হয়। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে বয়সের যেমনই তারতম্য থাক, সর্বদা নিজেকে শিক্ষকের মর্যাদায় সমাসীন রাখতে হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীকে সেরূপ করে শিক্ষা দিতে হয়।

২। উপস্থাপনঃ বিষয়ভিত্তিক কথা উপস্থাপনে একক ছাত্র সংখ্যা হলেও একটা সার্বজনীন ভঙ্গীমা থাকতে হয়।

৩। ভাষাঃ শুদ্ধ চলিত ভাষার কথা বলার লালিত্যে সচেতন থাকা। যাতে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকের কথা শ্রবণে মনোযোগ দেয়।

৪। বিষয় ও শ্রেণীভিত্তিক উপযোগী শিক্ষাঃ বিষয় এবং শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা, যাতে ছাত্র-ছাত্রীর উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণে দ্বিধা দ্বন্দ্ব না থাকে।

৫। নৈতিক চরিত্রঃ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সদা-সতর্ক থাকা।

সর্বোপরি পাঠদানের সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীদেরও চরিত্র গঠনে সদুপদেশ দিতে হবে। এসব বিষয়ের প্রতি ছাত্র শিক্ষকদের সচেতন থাকতে হয়। যদিও ছাত্র শিক্ষকদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নেই। তথাপি ছাত্র শিক্ষক স্কুল-কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকদের অবহেলা, দুর্নীতি ও বৈষম্যের অভাবনীয় অংশের অনেকটা পূরণ করতে পারে। —মোস্তফা খান

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কয়েক বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও উন্নত করা সম্ভব হয় নাই। প্রতি বছর আমাদেরকে নূতন বইয়ের জন্য মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। বই পরিবর্তনের কারণে বিগত কয়েক বছর ধরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর গণিত বইগুলোর বার বার পরিবর্তন করেও সফল পরিবর্তন এসেছে কি-না সন্দেহ। ১৯৮৪/৮৫ সালে ৬ষ্ঠ/৭ম শ্রেণীতে নিধান এর অংক বই-এর কথা ধরা যাক। যা বাস্তবে কোন কাজে আসতো না।

যার জন্যে অনেক শিক্ষককেই ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। পরে এ বইটি বাদ দিয়ে আর একটি নতুন বই মুদ্রণ করা হয়েছে। শুধু গণিত বই-ই নয়, মাধ্যমিক শ্রেণীর প্রায় সকল বইয়ের ঐ একই দশা। ইদানীং ৭ম/৮ম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইগুলোর ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ের মধ্যে একটি চিত্র অংকন করে তার নিচে অংকনের বিবরণ না দিয়ে লিখে দেয়া হয়েছে "এসো নিজে করি"। কিন্তু দেখা যায়, কিছু করা তো দূরের কথা, কোন আকার ইংগিত অথবা সমীকরণও দেয়া নেই। চিত্র দেখে যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যেত তাহলে আর বইয়ের প্রয়োজন হত না। আমাদের দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থী খুবই ধনী নয় যে, নিজেরা ল্যাবরেটরীর সরঞ্জাম ক্রয় করে বিজ্ঞান বিষয়ে লেখাপড়া করবে।

বর্তমানে আমাদের শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতা এমন পর্যায়ে চলে এসেছে যে, তারা পড়াশুনার প্রতি উদাসীন। তার উপর এরকম জটিল এবং পরিবর্তনশীল শিক্ষা পদ্ধতি তাদের বিদ্যা অর্জনের পথে একটি অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে।

এ ব্যাপারে জনৈক অভিভাবকের মন্তব্যঃ "ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রতি

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন